ছাহাবা চরিত

সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ)

-মুহাম্মাদ মাহবূবুর রহমান*

সার সংক্ষেপঃ

[আশারায়ে মুবাশ্শারাহ্‌র অন্যতম ছাহাবী হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটতম ছাহাবী এবং বাল্যকালের পরম বন্ধু। তিনি প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারী ছাহাবী ছিলেন। তাঁর কারণেই কুরাইশ সিংহ হযরত উমর (রাঃ)-এর মত ব্যক্তি ইসলামে দীক্ষিত হন। তিনি প্রথম পর্যায়ের মুহাজির ছিলেন। বদর যুদ্ধ ব্যতীত ওহোদ, খন্দক, হুদায়বিয়া সহ সকল যুদ্ধেই তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ ব্যতীতই গণীমতের পুরোপুরি অংশ লাভ করেছেন। হযরত উমর (রাঃ)-এর শাসনামলে তিনি ইয়ারমুক যুদ্ধে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে বিজয়ের ঝান্ডা ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হন। রাসূল (ছাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে জান্নাতী বলে শুভ সংবাদ প্রদান করেন। তাঁর থেকে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তিনি একাধারে একজন শাসক, সাহসী বীর যোদ্ধা ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এমন একজন ছাহাবীর জীবন চরিত সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। আলোচ্য প্রবন্ধে হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ)-এর জীবন চরিতের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।]

হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের মধ্যে উজ্জ্বল প্রদীপ সদৃশ। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাল্যকালের বন্ধু ছিলেন।[১] তাঁর প্রকৃত নাম সাঈদ। কুনিয়াত 'আবুল আওয়ার', কারো কারো মতে 'আবু ছাওর'।[২] তবে প্রথমোক্ত কুনিয়াতেই তিনি সর্বাধিক পরিচিত। পিতার নাম যায়েদ। পিতার দিক থেকে তাঁর বংশ পরিক্রমা হলঃ সাঈদ ইবন যায়েদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফাইল ইব্‌ন আব্দুল ওয্যা ইব্‌ন রিয়াহ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন কুর্ত্ব ইব্‌ন রাযাহ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন লুওয়াই ইব্‌ন গালিব আবুল আ'ওয়ার আল-ক্বারশী আল আদুভী।[৩]

তাঁর মাতার নাম ফাতেমা। মাতার দিক থেকে তাঁর বংশ পরিক্রমা হলঃ সাঈদ ইব্‌ন ফাতিমা বিন্‌ত বা'জা ইব্‌ন উমাইয়াহ ইব্‌ন খুওয়াইলিদ ইব্‌ন খালেদ ইবনুল মু'আম্মার ইব্‌ন হাইয়ান ইব্‌ন গানম ইব্‌ন মুলাইহ।[৪]

তাঁর বংশ পরিক্রমা কা'ব ইব্‌ন লুওয়াই পর্যন্ত গিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে এবং নুফাইল ইব্‌ন আব্দুল ওয্যা পর্যন্ত গিয়ে হযরত উমর (রাঃ)-এর বংশের সাথে মিলিত হয়েছে।[৫] তিনি প্রথম পর্যায়ের ইসলাম গ্রহণকারী ছাহাবী।[৬] রাসূল (ছাঃ) দারুল আরকামে প্রবেশের পূর্বে[৭] এবং ইসলামের দাওয়াত পাওয়ার পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।[৮]

সাঈদের পিতা যায়েদ সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের একজন যাঁরা ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বেই কুফর, শিরক ও পৌত্তলিকতার অন্ধকারে তাওহীদের আলোকবর্তিকা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি সেই অন্ধকার যুগেও মুশরিকদের হাতে যবাহকৃত প্রাণীর গোশ্‌ত ভক্ষণ করতেন না।[৯] এ সম্পর্কে বুখারী শরীফে হাদীছ এসেছে।-

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত মহানবী (ছাঃ) -এর উপর অহি অবতীর্ণ হবার পূর্বে 'বালদাহ' নামক স্থানের নিম্নভাগে যায়েদ বিন আমর এর সাথে মহানবী (ছাঃ) -এর সাক্ষাৎ হয়। তারপর রাসূল (ছাঃ) এর সামনে খাবার আনা হলে তিনি তা খেতে অস্বীকার করলেন এবং যায়েদ এর সামনে ঠেলে দিলেন। অতঃপর যায়েদ বললেন, তোমাদের মূর্তির নামে তোমরা যা যবহ কর, তা আমি কিছুতেই খেতে পারিনা। আমি তো কেবলমাত্র তাই খেয়ে থাকি যা যবহ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয়। যায়েদ বিন আমর কুরাইশদের যবহ সম্পর্কে নিন্দা করতেন এবং উক্ত আচরণের প্রতিবাদ ও তার ত্রুটির প্রতি ইঙ্গিত করে বলতেন, বকরীকে সৃষ্টি করলেন আল্লাহ। তিনিই তার জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। তিনিই তার জন্য যমীন থেকে ঘাস ও লতা-পাতা উৎপন্ন করেন। এত কিছুর পর তোমরা তাকে গায়রুল্লাহ্‌র নামে যবহ কর?

---

* এম, ফিল গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. A.J. Wensinck, the Encyclopaedia of Islam, Vol-6 (London: Luzac and co, 1924), p-66.

২. ইবনুল আছীর, উস্‌দুল গাবাহ, ২য় খণ্ড (তেহরানঃ আল-মাকতাবাতুল ইসলামিইয়াহ, তাঃ বিঃ), পৃঃ ৩০৬; The Encyclopaedia of Islam, Vol-6, P-66.

৩. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড (বৈরুতঃ মুয়াস-সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৬/১৪১৭), পৃঃ ১২৫।

৪. ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল কুতুবুল ইলমিইয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯০/ ১৪১০) পৃঃ ২৯০।

৫. প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯১।

৬. ইব্‌ন হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব, ৩য় খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল ফিক্‌র ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫/ ১৪১৫), পৃঃ ৩২৫।

৭. ইবনে হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবা, ২য় খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল ফিক্‌র তাঃ বিঃ), পৃঃ ৪৬; আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, ২৯২।

৮. আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯২।

৯. মাওলানা মোহাম্মাদ গরীবুল্লাহ ইসলামাবাদী, আশারা মোবাশ শারা (ঢাকাঃ এমদাদীয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৬), পৃঃ ২৬১।

www.WaytoJannah.Com

ইবনে উমর থেকে (অপর এক সনদে) বর্ণিত, যায়েদ দ্বীন সম্পর্কে জানার জন্য সিরিয়া থেকে রওয়ানা করলেন। পথিমধ্যে এক ইহুদী আলেমের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি তাকে তাদের দ্বীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমি হয়তো আপনাদের দ্বীন গ্রহণ করতে পারি, সুতরাং আমাকে কিছু বলুন। তখন ইহুদী আলেম বললেন, যদি আল্লাহ্‌র গযবে পতিত হতে না চাও, তবে আমাদের ধর্ম গ্রহণ কর। যায়েদ বললেন, আমি সেই ধর্ম হতে পলায়ন করে এসেছি। সুতরাং পুনরায় সে ধর্ম গ্রহণ করব না। অপর কোন ধর্ম সম্পর্কে জানা থাকলে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বললেন, অন্য কোন ধর্মের কথা আমি জানিনা, তবে আপনি দ্বীনে হানীফের অনুসারী হতে পারেন। যায়েদ বললেন, দ্বীনে হানীফ কি? সে বলল, ইব্রাহীম (আঃ) আনীত ধর্ম। তিনি ইয়াহুদীও ছিলেন না খৃষ্টানও ছিলেন না, বরং তিনি শুধু সেই ওয়াহদাহু লা শারীকের ইবাদত করতেন।

অতঃপর যায়েদ বেরিয়ে এক খৃষ্টান আলেমের সাথে সাক্ষাৎ করে সত্য ধর্মের সন্ধান চাইলে তিনি বললেন, যদি আল্লাহ্‌র অভিশাপ ঘাড়ে না চাপাতে চাও, তবে আমাদের ধর্ম গ্রহণ কর। তিনি বললেন, আমি সে ধর্ম হতে পলায়ন করে এসেছি। যায়েদ বললেন, আমাকে কি এমন ধর্মের সন্ধান দিবেন যাতে অভিশাপ নেই। যায়েদ বললেন, তাহলে তুমি দ্বীনে হানীফ গ্রহণ কর। তিনি বললেন, দ্বীনে হানীফ কি? তিনি বললেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) -এর ধর্ম। অতঃপর যায়েদ বেরিয়ে এসে দু'হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি ইব্রাহীমের দ্বীনের উপর রয়েছি।

লাইছ বলেন, হিশাম তাঁর পিতা ও আসমা বিনতে আবুবকরের বরাত দিয়ে আমাকে লিখেছেন যে, একদিন আমি যায়েদকে দেখলাম যে, তিনি কা'বা ঘরের সাথে স্বীয় পিঠকে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বলছেন, হে কুরাইশ দল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি ছাড়া তোমাদের কেউ ইব্রাহীম (আঃ) -এর দ্বীনের অনুসারী নও। আর ইব্রাহীম (আঃ) জীবন্ত প্রথিত শিশু-কন্যাকে জীবিত করতেন। যখন কেউ তার মেয়েকে হত্যা করতে চাইত, তখন তিনি তাকে বলতেন, একে হত্যা করো না। তোমার পরিবর্তে আমি ভরণ পোষণের দায়িত্ব নিব। এ বলে তিনি তাকে নিয়ে যেতেন। মেয়েটা যখন বড় হতো, তখন তার পিতাকে বলতেন, তুমি চাইলে আমি মেয়েটাকে তোমায় দিয়ে দিব। যদি না চাও তবে ভরণ পোষণ করে যাব।[১০]

১০. মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী, ছহীহুল বুখারী, ১ম খণ্ড (করাচী: নূর মুহাম্মাদ কারখানা-ই তিজারতিল কতুব, ১৯৩৮/১৩৫৭), 'কিতাবুল মানাকিব' বাবু হাদীছ যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফাইল, পৃঃ ৫৩৯-৫৪০।

অতঃপর যায়েদ (রাঃ) দ্বীনে হানীফের প্রচারক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধর মহানবী (ছাঃ) -কে খুঁজে বের করার জন্য দ্রুত পা চালালেন। তিনি যখন মক্কা থেকে বেশ কিছু দূরে তখন আল্লাহ তা'আলা তার নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠালেন। কিন্তু যায়েদ তার সাক্ষাৎ পেলেন না। কারণ মক্কায় পৌঁছার পূর্বেই একদল বেদুইন ডাকাত তাঁর উপর চড়াও হয়ে তাঁকে হত্যা করে। এভাবে তিনি রাসূল (ছাঃ) -এর দর্শন থেকে বঞ্চিত হন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে দো'আ করেন-

اللهم إن كنت حرمتني من هذا الخير فلا تحرم منه إبني سعيداً-

'হে আল্লাহ! যদিও এ কল্যাণ থেকে আমাকে বঞ্চিত করলেন, তবুও আমার পুত্র সাঈদকে আপনি বঞ্চিত করবেন না'।[১১]

রাসূল (ছাঃ) ইসলামের দাওয়াত শুরু করলে যারা প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন, তাদের মধ্যে সাঈদ ছিলেন অন্যতম। তিনি শুধু একাই ইসলাম গ্রহণ করেননি, বরং তাঁর সহধর্মিণী উমর (রাঃ) -এর বোন ফাতিমা বিনতে খাত্ত্বাবও ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি হযরত উমর (রাঃ) -এর পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন।[১২] উল্লেখ্য যে, তিনি ও তাঁর স্ত্রীর কারণেই উমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন।[১৩] ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁর উপর নানাবিধ অত্যাচার নেমে আসে। তবুও তাকে ইসলাম থেকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারেনি। বরং তিনি কুরাইশদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হযরত উমর (রাঃ)-কে ইসলামে দীক্ষিত করেন। হযরত সাঈদ (রাঃ) ইসলামের জন্য যৌবনের সকল শক্তি ব্যয় করেন। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর বয়স ত্রিশ বছর অতিক্রম করেনি। হযরত সাঈদ (রাঃ) প্রথম পর্যায়ের মুহাজির ছিলেন।[১৪] তিনি মুহাজিরদের প্রথম দলের সাথে মদীনায় গমন করেন। রাসূল (ছাঃ) তাঁর সাথে উবাই ইবনে কা'ব এর ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেন।[১৫] ইবনে সা'দ বলেন,

১১. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল মা'বুদ, আছহাবে রাসূলের জীবন কথা, ১ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৪/১৪১৪), পৃঃ ৯৭-৯৮।

১২. A. J. Wensinck বলেন, He assumed Islam before Umar's conversion is said to have taken place under the influence of said and his family.
cf: Encyclopaedia of Islam. Vol-6, P-66.

১৩. ইবন আব্দুলি বা'র বলেন,
"كان إسلامه قديما قبل عمر و بسبب زوجته كان إسلام عمر"
দ্রষ্টব্যঃ তাহযীবুত তাহযীব, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিক্‌র, ১৯৯৫/১৪১৫). পৃঃ ৩২৫।

১৪। উসদুল গাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০৬।

১৫. তদেব।

www.WaytoJannah.Com

মদীনায় পৌঁছে আবু লুবাবার ভাই রেফা'আহ ইবনে সাঈদ (রাঃ) আব্দুল মুনযিরের আতিথ্য গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর রাসূল (ছাঃ) সাঈদ এবং হযরত রা'ফে ইবনে মালিকের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে দেন।[১৬]

হযরত সাঈদ (রাঃ) বদর যুদ্ধ ব্যতীত সকল যুদ্ধেই বীর বিক্রমে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন।[১৭] দ্বিতীয় হিজরী সনে কুরাইশদের সেই বিখ্যাত বণিক দল, যে দলটিকে উপলক্ষ্য করেই বদর যুদ্ধ সংগঠিত হয়, সে দলটি শাম দেশ হ'তে আসছিল। সে সময় রাসূল (ছাঃ) হযরত সাঈদ ও তালহাকে গুপ্তচর হিসাবে প্রেরণ করেন। তাঁরা শাম সীমান্তে 'তুজবার' নামক স্থানে 'কশদ জোহানীর' মেহমান হন। কুরাইশ বণিক দল সীমান্ত অতিক্রম করলে উভয় গুপ্তচর বণিক দলের দৃষ্টি এড়িয়ে মদীনার দিকে দ্রুত রওয়ানা হন, যাতে রাসূল (ছাঃ) কে বণিকদলের সংবাদ দিতে পারেন। কিন্তু বনিক দল কিছুটা সন্দেহ করে সমুদ্র তীরবর্তী পথ ধরে চলতে লাগল। এই বণিকদল এবং তাদের সাহায্যকারী দল যারা মক্কা হ'তে এসেছিল, উভয় দল একত্রিত হয়ে মুসলমানদের সাথে বদর ময়দানে সেই সুপ্রসিদ্ধ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, যার ফলে সমগ্র জগতে ইসলামের মর্যাদা সমুন্নত হয়।[১৮]

হযরত সাঈদ যখন মদীনায় পৌঁছেন, তখন বদর যুদ্ধে জয়ী হয়ে ইসলামের গাযীগণ আনন্দিত মনে রণক্ষেত্র হ'তে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। হযরত সাঈদ (রাঃ) যেহেতু নিজেও একটি খিদমতে আদিষ্ট ছিলেন, তাই রাসূল (ছাঃ) তাঁকেও বদর যুদ্ধের মালে গণীমতের অংশ দান করে[১৯] এবং জিহাদের ছওয়াব প্রাপ্ত হওয়ার সুসংবাদ জানান। তিনি ওহোদ, খন্দক সহ সকল যুদ্ধেই রাসূল (ছাঃ) -এর সাথে অংশগ্রহণ করেন।[২০] ইমাম-যাহাবী বলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধিতেও তিনি রাসূল (ছাঃ) -এর সাথে ছিলেন।[২১]

হযরত সাঈদ (রাঃ) হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) -এর পরিচালনাধীন পদাতিক বাহিনীর কমাণ্ডার নিযুক্ত হন। দামেশ্ক অবরোধ এবং ইয়ারমুক যুদ্ধে হযরত সাঈদ অংশগ্রহণ করেন।[২২] যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে হযরত আবু ওবায়দাহ তাকে দামেশকের গভর্ণর নিযুক্ত করেন।[২৩] কিন্তু জিহাদের প্রেরণায় গভর্ণর পদ হ'তে তিনি বিরক্তিভাব প্রকাশ করে হযরত আবু ওবায়দার কাছে লিখে জানালেন, আপনারা জিহাদ করবেন আর আমি বসে থাকব, আমি তা সহ্য করতে পারব না। যে গভর্ণরের পদ গ্রহণ করে আমার জিহাদকে কোরবানী দিতে হবে, আমার পক্ষে সে পদে অধিষ্ঠিত থাকা সম্ভবপর নয়। সুতরাং চিঠি হস্তগত হওয়ার পরই আমার স্থলে অন্য একজনকে প্রেরণ করুন। অতি সত্বরই আমি আপনার সাক্ষাৎ লাভ করব। হযরত আবু ওবায়দাহ তাঁর জিহাদের প্রেরণা দেখে অবশেষে হযরত ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ানকে দামেশকের গভর্ণর করে প্রেরণ করেন এবং হযরত সাঈদ পুনরায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[২৪]

উমাইয়া যুগে হযরত সাঈদ (রাঃ)-কে কেন্দ্র করে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। দীর্ঘদিন ধরে মদীনা বাসীদের মুখে ঘটনাটি শোনা যেত। ঘটনাটি হল, আরওয়া বিন্ত উওনয়াইস নাম্নী এক মহিলা দুর্নাম রটাতে থাকে যে, সাঈদ তাঁর জমির একাংশ জবর দখল করে নিজ জমির সাথে মিলিয়ে নিয়েছেন।[২৫] যেখানে সেখানে সে এ কথা বলে বেড়াতে লাগল। একপর্যায়ে সে মদীনার ওয়ালী মারওয়ানের নিকট বিষয়টি উত্থাপণ করল। যাচাই করার জন্য মারওয়ান কয়েকজন লোককে তাঁর কাছে পাঠালেন। রাসূলুল্লাহর (ছাঃ) ছাহাবী হযরত সাঈদের জন্য বিষয়টি ছিল বেশ কষ্টদায়ক। তিনি বললেন, 'তারা মনে করে

১৬. আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯২; A. J. Wensinck বলেন, Muhammad is said to have taken part said migrated with the Muslims to Medina where Muhammad allied him with Rifa`b. Malik al-Zuraki, or according to others, with Ubaiy b. Ka`b.

c.f: Encyclopaedia of Islam. Vol-6, P-66.

১৭. খতীব আত-তাবরিযী বলেন, "و شهد المشاهد كلها مع النبى صلى الله عليه وسلم غير بدر"

দ্রষ্টব্যঃ আল-ইকমাল (দিল্লী: কুতুব খানায়ে রশীদিইয়াহ, তাঃ বিঃ), পৃঃ ৫৯৬; Fazlul Karim, Al-Hadis of Mishkatul Masabih (Culcutta: Muhammadi press, 1938), P-75.

১৮. আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯২-২৯৩; সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৬-১৩৭।

১৯. ইবনুল আসীর বলেন, "ولم يشهد بدراً وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه واجره"

দ্রঃ উসদুল গাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০৬।

২০. ইব্ন সা'দ বলেন, "وشهد سعيد أحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم"

দ্রঃ আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৩; ইব্ন আবদিল বার, আল ইস্তি'য়াব, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকর, তাঃ বিঃ), পৃঃ ৪৭।

২১. সিয়ার 'আলাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৭।

২২. সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৪; আল ইছাবা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬।

২৩. সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৪-১২৫; Encyclopaedia of Islam, Vol-6, P-66.

২৪. আশারা মোবাশ্শারা, পৃঃ ২৬৩।

২৫. তাহযীব আত-তাহযীব, ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩২৫।

www.WaytoJannah.Com

আমি তার উপর যুলুম করেছি। কিভাবে আমি যুলুম করতে পারি? আমি তো রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি যুলুম করে নিবে, ক্বিয়ামতের দিন সাত তবক যমীন তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে।[২৬] ইয়া আল্লাহ! সে ধারণা করেছে যে, আমি তার উপর যুলুম করেছি, যদি সে মিথ্যুক হয় তবে তার চোখ অন্ধ করে দাও, যে কূপ নিয়ে আমার সাথে ঝগড়া করছে এর মধ্যেই তাকে নিক্ষেপ কর[২৭] এবং আমার পক্ষে এমন আলোক প্রকাশ করে দাও, যাতে মুসলিমদের মাঝে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আমি তার উপর যুলুম করিনি।[২৮]

এ ঘটনার পর কিছুদিন যেতে না যেতেই আকীক উপত্যকা এমনভাবে প্লাবিত হ'ল যে, অতীতে কখনও এরূপ হয়নি। ফলে দু'যমীনের মাঝখানের বিতর্কিত চিহ্নটি এমনভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ল যে, মুসলিমরা তা দেখে বুঝতে পারল সাঈদ সত্যবাদী। তারপর অল্পদিন যেতে না যেতেই মহিলাটি অন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় একদিন সে তার জমীনে পায়চারী করতে করতে বিতর্কিত জমির কূপটির মধ্যে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে।[২৯]

আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) বলেন, 'আমরা শুনতাম লোকেরা কাউকে অভিশাপ দিতে গেলে বলত, আল্লাহ তোমাকে অন্ধ করুন যেমন অন্ধ করেছেন রওয়া।[৩০] এ ঘটনায় অবাক হওয়ার তেমন কিছুই নেই। কারণ রাসূল (ছাঃ) তো বলেছেন, তোমরা মযলূমের দোআ থেকে দূরে থাক। কারণ সেই দো'আ ও আল্লাহ্‌র মাঝে কোন প্রতিবন্ধক থাকে না। এই যদি হয় সব মাযলূমের অবস্থা, তাহলে 'আশারা মোবাশশারাহ' বা জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ জনের একজন সাঈদ বিন যায়েদের মত মযলূমের দো'আ কবুল হওয়া তেমন আর আশ্চর্য কি?

আবু নু'আইম বিরাহ ইবনুল হারিস থেকে বর্ণনা করেছেন, মুগীরা একটি বড় মসজিদে বসে ছিলেন। তখন তাঁর ডানে বামে কুফার কিছু লোক বসেছিল। এমন সময় সাঈদ নামক এক ব্যক্তি আসলে মুগীরা তাঁকে সালাম করে খাটের উপর পায়ের দিকে বসালেন। অতঃপর কুফাবাসী এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে মুগীরার দিকে মুখ করে গালি বর্ষণ করতে লাগল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মুগীরা এ লোকটি কার প্রতি গালি বর্ষণ করছে? তিনি বললেন, আলী বিন আবী তালিবের প্রতি। তিনি বললেন, ওহে মুগীরা! এভাবে তিনবার ডাকলেন। তারপর বললেন, রাসূল (ছাঃ) -এর ছাহাবীদের এভাবে গালি দেওয়া হবে, আর আপনি তার প্রতিবাদ করবেন না, এ আমি দেখতে চাইনা।[৩১] আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আবু বকর জান্নাতী, যুবায়ের জান্নাতী, আব্দুর রহমান জান্নাতী, সা'দ জান্নাতী এবং নবম এক ব্যক্তিও জান্নাতী, তোমরা চাইলে আমি তার নামটি বলতে পারি। রাবী বলেন, লোকেরা সমস্বরে জিজ্ঞেস করল, হে রাসূলুল্লাহ্‌র ছাহাবী, নবম ব্যক্তিটি কে? তিনি বললেন, নবম ব্যক্তিটি আমি। তারপর তিনি কসম করে বললেন, যে ব্যক্তি একটি যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁর সাথে তার মুখমণ্ডল ধুলি ধুসরিত হয়েছে, তার এই একটি কাজ যে কোন ব্যক্তির জীবনের সকল সৎ কর্ম অপেক্ষা উত্তম, যদিও সে নূহের সমান বয়স লাভ করুক না কেন।[৩২]

সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বহু হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর নিকট থেকেও বহু ছাহাবী ও তাবেঈ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর নিকট থেকে তাঁর ছেলে ইবনে হিশাম, ইবনে উমর, আমর বিন হুরাইস, আবু তুফাইল, কায়েস বিন হাযেম, আবু উছমান আন-নাহদী, হুমাইদ বিন আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, আব্দুর রহমান ইবনে আমর ইবনে সাহ্‌ল, উরওয়া বিন যুবাইর, আব্দুর রহমান ইব্‌নুল আখনাস, আব্বাস বিন সাহ্‌ল বিন সা'দ, আব্দুল্লাহ বিন আউফ, মুহাম্মাদ বিন যায়েদ বিন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, মুহাম্মাদ বিন সীরীন[৩৩]

হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ) মদীনার নিকটবর্তী আকীক নামক উপত্যকায় ইন্তেকাল করেন।[৩৪] তাঁর মৃত্যুকাল

২৬. উসদুল গাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০৭; সিয়ার আ'লাম আল-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৭।
২৭. তাহযীব আত-তাহযীব, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩২৫।
২৮. আশারা মোবাশ্‌শারা, পৃঃ ২৬৩; আল ইছাবা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬।
২৯. আল-ইদাবাহ, ঐ; তাহযীব, ঐ;
A. J. Wensinck বলেন, She became blind and was drowned in a well in to which she happened to fall becouse of her blindness.
c.f: Encyclopaedia of Islam, v-6, p-66.
৩০. উসদুল গাবাহ, ২ঘ খণ্ড, পৃঃ ৩০৭।
৩১. মুহাম্মাদ ইউসুফ আলকান্দুলুভী, হায়াতুছ ছাহাবাহ, ২য় খণ্ড (দামেশ্‌ক: দারুল কালাম, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩/১৪০৩), পৃঃ ৪৭০।
৩২. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৭০।
৩৩. তাহযীব আত-তাহযীব, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩২৫।
৩৪. Encyclopaedia of Islam, vol-6, p-67.

www.WaytoJannah.Com

সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ওয়াকেদীর মতে ৫০ অথবা ৫১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বৎসরের বেশী।[৩৫] উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ আয্-যুহরীর মতে তিনি ৫২ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন।[৩৬] ইবনে উমর (রাঃ) যখন জুম'আর ছালাতের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন সে সময় সাঈদ (রাঃ) -এর ইন্তেকালের সংবাদ পান। সংবাদ পেয়েই জুম'আর ছালাত বাদ দিয়ে আকীকে গমন করেন। হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস তাঁকে গোসল করান। আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) তার ছালাতে জানাযার ইমামতি করেন। অতঃপর মদীনায় এনে তাকে দাফন করা হয়।[৩৭] কুফাবাসীদের মতে তিনি মু'আবিয়ার খেলাফত কালে কুফাতেই ইন্তেকাল করেন[৩৮] এবং মুগীরা বিন শোবা (রাঃ) তাঁর ছালাতে জানাযার ইমামতি করেন।[৩৯]

উপসংহারঃ

ইসলামের আলোকোজ্জ্বল জ্যোতিকে সারা বিশ্বে বিস্তারের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর ছাহাবীদের অবদান অপরিসীম। তেমনি হযরত সাঈদ (রাঃ) আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত বিধানকে যমীনে প্রতিষ্ঠার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে স্বীয় জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর জীবন চরিত থেকে আমাদের বহু কিছু শিখার আছে। আমাদের উচিৎ প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের আদর্শকে বাস্তবায়ন করা।

৩৫. সিয়ারে, আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪০; তাহযীব আত-তাহযীব, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩২৬; আল ইছাবা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬।

৩৬. ইব্ন সা'দ বলেন, توفى سعيد بالعقيق فحمد على رقاب الرجال فدفن بالمدينة ونزل فى حفرته سعد وابن عمرو ذالك سنة خمس او احدى وخمس وكان يوم مات ابن ويضع وسبعين سنة-

দ্রঃ আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৪।

৩৭. আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৪।

৩৮. A. J. Wensinck বলেন, According to others he dicd as govarnor of al-Kufa under the Muawiya.

c.f: Encyclopaedia of Islam, vol-6, p-67.

৩৯. আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৪-২৯৫।

গল্প

কাঁচির ফাঁদে মৃত্যু

*-মতীউর রহমান**

পলাশের ঘুম থেকে উঠতে আজ একটু দেরিই হলো। সারা রাত দাঁড়িয়ে ছিল বাবার শিয়রে। একটুও ঘুম হয়নি। গতকাল ডাক্তার এসে বলেছে, বাবার একটি জটিল রোগ দেখা দিয়েছে। ক্লাশ ফাইভের ছাত্র পলাশ। প্রতিদিনের মত আজও পড়তে বসল। কিন্তু পড়ার টেবিলে মন বসছে না। শুধু মনে পড়ছে অসুস্থ বাবার যন্ত্রণাকাতর চেহারাটা। পৃথিবীতে বাবা-ই তার একমাত্র আপন জন। মা মারা গেছে জন্মের পর পরই। দশটি বছর ধরে বাবা তাকে বড় করেছে মায়ের আদর দিয়ে। একটু পরেই কড়া নকের শব্দ পেল- খট্ খট্ খট্। পাশের বাড়ীর রহমত চাচা এসেছে। পলাশ তার বাবার ঘরে নিয়ে গেল। রহমত আলী একমাত্র ব্যক্তি যে নিয়মিত পলাশের বাবাকে দেখতে আসে। পলাশের বাবা রহমত আলীকে দেখে পাস ফিরে শোয়ে। ক্ষীণ স্বরে বলল, রহমত এসেছো? –হ্যাঁ এরফান ভাই, কেবলি আসলাম।

- ডাক্তার কি বলল?

-ডাক্তার বলেছে, আজই ঢাকা যেতে হবে। এখানে থেকে কোন উন্নতি হচ্ছে না।

- যা ভাল হয় তাই কর। আমার আর সহ্য হচ্ছে না। পলাশ বলল, আজকেই যাবেন চাচা?

-হ্যাঁ বাবা, হাতে মোটেই সময় নেই। বিছানাপত্র সব গুছিয়ে নাও। সকাল দশটায় ট্রেন। রহমত আলী তার বাড়ীতে গেল। বাবার পাশে এসে বসল পলাশ। এরফান আলী হাত বুলিয়ে দিচ্ছে সন্তানের গায়ে। পলাশ বাবার মাথায় হাত রাখল। আলতো করে টেনে দিচ্ছে মাথার চুল। হঠাৎ লক্ষ্য করে, বাবার চোখে জল। পলাশ হাত দিয়ে মুছে দেয়। এক সময় পলাশেরও কাঁন্না পায়। এরফান আলী ছেলেকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'কাঁদিসনে বাবা। শিগ্‌গীর ভাল হয়ে উঠব।

ঢাকাতে অনেক বড় বড় ডাক্তার আছে। সেখানে গেলেই আমি সেরে উঠব। ধীরে ধীরে শান্ত হয় পলাশ। মনের মাঝে আস্থা ফিরে পায়। ঢাকা গেলেই বাবা সুস্থ হয়ে উঠবে। এবার সে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গোছাতে লাগল। এমন সময় বাবার চিৎকার শুনে ছুটে এলো। পেটের ব্যথাটা আরও বেড়ে গেছে। দীর্ঘক্ষণ ম্যাসেজ করল।

* হেতেম খাঁ, রাজশাহী।

www.WaytoJannah.Com